প্রশ্ন (১) ঃ দিল্লি সুলতানি আমলের ইতিহাস রচনায় ইন্দো-পারসিক উপাদান বা ঐতিহ্যের ভূমিকা আলোচনা কর।

উত্তর ঃ ভারতে ইসলামের অভ্যুত্থান ও শাসন ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'মধ্যযুগ' (১২০৬-১৭০৭) নামে খ্যাত। মধ্যযুগ-কে দুটি মূল পর্বে ভাগ করা হয়- সুলতানি আমল (১২০৬-১৫২৬) ও মুঘল আমল (১৫২৬-১৭০৭)। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ-এর মৃত্যুর পর ইসলাম শক্তির বিস্ময়কর উত্থান ও বিকাশ ঘটে। তারা বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার ন্যায় ভারতবর্ষেও রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করে। সাধারণভাবে ভারতে ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও দিল্লি-কেন্দ্রিক শাসনকে সুলতানি শাসন বলা হয়। আলোচ্য পর্বের অর্থাৎ দিল্লি সুলতানি আমলের ইতিহাস রচনার উল্লেখযোগ্য উপাদান হল সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ বা ইন্দো-পারসিক ঐতিহ্য।

দিল্লি সুলতানি আমলে বহুসংখ্য ক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ভারতে ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পর্বে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অজানা লেখক কর্তৃক রচিত 'চাচনামা', মির মহম্মদ মাসুম কর্তৃক রচিত 'তারিখ-ই-সিন্ধ', আবু নাসের বিন উতাবি রচিত 'কিতাব উল ইয়ামিনি' ও অল বেরুণি রচিত 'তারিখ উল হিন্দ'। এই পর্বের ইতিহাস রচনার অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল মিনহাজ উদ্দিন সিরাজ রচিত 'তবকাৎ ই নাসিরি'। সুলতানি আমলে একাধিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয় এবং সেগুলি ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করে। এই জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হাসান নিজামী রচিত 'তাজ উল মাসির', জিয়াউদ্দিন বারণি কর্তৃক রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' ও 'ফুতুহ-ই-জাহানদারী',আমীর খসরু-র 'খাজাইন উল ফুতুহ', নাসির উদ্দিন চিরাগের রচিত 'খয়ের উল মজলিস', সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের আত্মজীবনী 'ফুতুহাত ই ফিরোজশাহী' প্রভৃতি।

দিল্লি সুলতানি আমলে ইন্দো-পারসিক ঐতিহ্য থেকে সমকালীন যুগের ইতিহাস রচনার তথ্য পাওয়া যায়। এগুলি ইতিহাসের বিভিন্ন দিক জানতে সাহায্য করে --

(১) সমকালীন ইন্দো-পারসিক ঐতিহ্য থেকে সুলতানি আমলের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। 'চাচনামা' গ্রন্থ থেকে আরবদের সিন্ধু আক্রমণ ও সিন্ধু বিজয়ের ঘটনা জানা যায়। আবু নাসের বিন উতাবি-র 'কিতাব উল ইয়ামিনি' থেকে সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের ঘটনা জানা যায়। সুলতান মামুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন এবং ভারতের বিভিন্ন এলকা থেকে প্রভূত ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে গজনী সাম্রাজ্যে নিয়ে যান। জিয়াউদ্দিন বারণি-র 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' ও 'ফুতুহ ই জাহানদারী' গ্রন্থ থেকে সুলতানি আমলের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা জানা যায়। আমীর খসরু-র 'খাজাইন উল ফুতুহ' গ্রন্থ থেকে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি-র আমলে দক্ষিণ ভারত অভিযানের কাহিনি জানা যায়। মালিক কাফুরের নেতৃত্বে সুলতানি সেনা দক্ষিণ ভারতের চারটি রাজ্যের (দেবগিরি, বরঙ্গল,হোয়সল বা দ্বারসমুদ্র ও পাণ্ড্য) বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযান চালায় ও ঐ অঞ্চলগুলি দখল করে। দক্ষিণ ভারতে সুলতানি সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে।

(২) সমসাময়িক ইন্দো-পারসিক ঐতিহ্য থেকে সুলতানি আমলের প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। জিয়াউদ্দিন বারণি-র 'ফুতুহ-ই-জাহানদারী' থেকে দিল্লি সুলতানি শাসনের প্রারম্ভিক পর্বের প্রশাসনের পরিচয় পাওয়া যায়। বারণি

দেখিয়েছেনযে দিল্লি প্রশাসনের ওপর খলিফা, উলেমা ও শরিয়তী আইনের প্রভাব ছিল, কিন্তু সেগুলির প্রভাব ছিল বাহ্যিক ও নামমাত্র। তাঁর মতে, দিল্লি প্রশাসন ছিল অনেকাংশে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। সুলতান স্বয়ং সামরিক শক্তি বলে শাসন কার্য চালাতেন। 'ফুতুহ-ই-জাহান্দারী' গ্রন্থ থেকে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলের প্রশাসন সম্পর্কে জানা যায়।
(৩) সমসাময়িক ইন্দো-পারসিক ঐতিহ্য সুলতানি আমলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অল বেরুণি-র 'তারিখ উল হিন্দ' থেকে একাদশ শতকের প্রারম্ভে ভারতের সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে জানা যায়। আমীর খসরু-র 'খাজাইন উল ফুতুহ' ও নাসির উদ্দিন চিরাগের 'খয়ের উল মজলিস' থেকে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি-র আমলে অর্থনীতি, বিশেষ করে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। উক্ত দুটি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি জনকল্যাণানার্থে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করেন। জিয়াউদ্দিন বারণি-র 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' ও 'ফুতুহ-ই-জাহান্দারী' গ্রন্থ থেকে সুলতান আলাউদ্দিন-এর আমলের অর্থনৈতিক সংস্কারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা যায়।

সুতরাং বলা যায় যে সুলতানি আমলের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইন্দো-পারসিক ঐতিহ্যের ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এগুলি থেকে সুলতানি আমলের সামরিক অভিযান ও যুদ্ধবিগ্রহ, প্রশাসন, সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা যায়। এই পর্বের ইতিহাস রচনায় ইন্দো-পারসিক ঐতিহ্যের ভূমিকা সর্বাধিক। কিন্তু এগুলিকে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। কেননা, এগুলি অনেকক্ষেত্রেই কাল্পনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত হয়। অনেকক্ষেত্রে এগুলি জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করে রচনা করা হয়। এছাড়া এগুলি বেশীরভাগক্ষেত্রেই সুলতানদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ মনোভাব নিয়ে রচনা করা হয়। তবে এগুলি যদি অন্যান্য উপাদান অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্ব, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী ইত্যাদির সাথে তুলনা করে ইতিহাস রচনা করা হয়, তাহলে অনেকাংশে সঠিক ও নির্ভুল ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হবে।

আরবদের সিন্ধু বিজয় - ~~712~~ 712 খ্রিঃ

উপাদান - (i) আরবী ভাষায় রচিত চাচনামা।
(ii) আল বালাধুরির রচিত ফুতুহ আল বলদান।
(iii) মীর মহম্মদ মাসুম রচিত - তারিখ-ই-সিন্ধ।

সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে সেখানকার শাসকগণ -

(i) সাহাসি রাই
(ii) সাহিরস সাকরান
(iii) দ্বিতীয় সাহাসি রাই
(iv) চাচ (দ্বিঃ সাহাসি রাই এর ~~[illegible]~~ ব্রাহ্মণ আমাত্য)
(v) চন্দর (চাচ এর ভাই)
(vi) দাহির (চাচ এর কনিষ্ঠ পুত্র)

সিন্ধু বিজয়ের কারণ -

(i) ভারতবর্ষের অফুরান সম্পদের প্রতি আরবদের লোভাতুর দৃষ্টি।
(ii) তৎকালীন ~~[illegible]~~ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি - আঞ্চলিক শক্তিগুলি (পূর্বে বাংলা, উত্তর পশ্চিমে সিন্ধু, উত্তরে - কনৌজ, মধ্যভারতে মালব প্রভৃতি) এর অন্তর্দ্বন্দ্ব।
(iii) আরবদের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্খা

সিন্ধু অভিযানের পর্যায় -

(i) প্রথম পর্যায় - আঃ মাঃ 643 খ্রিঃ।
এই পর্যায়ে চাচ জয়ী, আরবরা পরাজিত হন।
এই সময় খলিফা ছিলেন - উমর (634-644 AD)

(ii) দ্বিতীয় পর্যায় — 660 খ্রি:
সিন্ধুর কিছু প্রদেশের অধিবাসীরা আরবদের প্রতিহত করে।
এই সময় খলিফা ছিলেন — আলি (656–661)

(iii) তৃতীয় পর্যায় — 711–712 খ্রি:
ইরাকের শাসনকর্তা হজ্জাজ তাঁর জামাতা মহ: বিন কাশেম কে সিন্ধু বিজয়ের উদ্দেশ্যে পাঠান। 712 খ্রি: সিন্ধু আরবদের অধিকারে আসে।
এই সময় খলিফা ছিলেন — অল ওয়ালিদ (705-15

সাফল্যের কারণ

(i) ভারতের আঞ্চলিক শক্তিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব।
(ii) আরব বাহিনীর উন্নত রণকৌশল।
(iii) মহ: বিন কাশেমের মত সামরিক প্রতিভার ব্যক্তির উপস্থিতি।
(iv) আরবদের দীর্ঘ দিনের উচ্চাকাঙ্খা ও সুপরিকল্পিত চিন্তাভাবনা।
(v) দাহিরের রাজ্যের ~~অভ্যন্তরে~~ অভ্যন্তরীন কলহ।

সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল

(i) স্ট্যানলি লেনপুল, উলসলে হেগ, এ.বি.এম. হাবিবুল্লাহ্ প্রমুখ ঐতিহাসিক আরবদের সিন্ধু বিজয়কে রাজনৈতিক দিক থেকে নিষ্ফল বলে মন্তব্য করেছেন।

(ii) আরবদের সাথে ভারতের পশ্চিম উপকূলের বানিজ্য বাণিজ্য বৃদ্ধি করে।

(iii) আরবদের সাংস্কৃতিক জগত ভারতীয়দের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয় নিজের দেশে নিয়ে যায়।